শিক্ষকের সম্মানের সঙ্গে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিও জড়িত: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে রাষ্ট্রের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি জড়িত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকলে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিও বাড়ে বলে জানান তিনি। কোনো শিক্ষার্থী যেন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

সোমবার (৫ অক্টোবর) রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকতা কোনো বিকল্প পেশা বা সাধারণ চাকরি নয়। মেধাবী তরুণদের কাছে শিক্ষকতাকে প্রথম পছন্দের পেশা হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে নতুন শিক্ষাক্রম তৈরি করা হচ্ছে এবং চলতি বছরেই শিক্ষার্থীরা সেই শিক্ষাক্রমের বই পাবে। প্রযুক্তি শিক্ষার বিকল্প নয়। সনদনির্ভর শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও ব্যবহারিক শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

LENS ASIA

শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের রোল মডেল হিসেবে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছে প্রিয় ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলে শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সহজ হবে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে এ খাতে বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন হওয়া উচিত উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের সত্যবাদিতা, দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম, মানবিকতা ও শৃঙ্খলাবোধ শেখাতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে দেশের সব স্তরের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী। পরে বিভিন্ন স্তরের শতাধিক শিক্ষকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি।